ইউনিট

১৩ নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য

ভূমিকা

পৌরনীতি নাগরিকতা বিষয়ক বিজ্ঞান। নাগরিকের অধিকার ও কর্তব্য এ শাস্ত্রের মুখ্য আলোচনার বিষয়। নাগরিক হিসেবে মানুষ রাষ্ট্রের নিকট অনেক অধিকার দাবী করে। রাষ্ট্রও তার অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করে। অধ্যাপক লাস্কির মতে "নাগরিকের অধিকার রক্ষার দ্বারাই রাষ্ট্র পরিচিত হয়।" কিন্তু কেবলমাত্র অধিকার ভোগ করলেই চলবে না। অধিকার ভোগের বিনিময়ে তাকে যথাযথভাবে নাগরিক কর্তব্য পালন করতে হবে। অন্যের সম অধিকারের প্রতি তাকে যত্নবান হতে হবে। সেজন্যই বলা হয় "অধিকার কর্তব্যের ইঙ্গিত দান করে।" সমাজের মধ্যে বাস করেই মানুষ অধিকার লাভ করে। একজনের অধিকার অন্যকে রক্ষা করতে হয়। তাই একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্য। এ ছাড়া সামাজিক জীবনের বিকাশ সম্ভব নয়।

পাঠ– ১ : অধিকারের সংজ্ঞা, অর্থ, বৈশিষ্ট্য ও শ্রেণিবিভাগ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ উল্লেখ করতে পারবেন।
- অধিকারের বৈশিষ্ট্যগুলো জানতে পারবেন।
- রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ধর্মীয় ও ব্যক্তিক অধিকার ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৩.১.১ অধিকারের সংজ্ঞা ও অর্থ

সাধারণ অর্থে অধিকার বলতে নিজ ইচ্ছা অনুযায়ী কিছু করার ক্ষমতাকে বুঝায়। এই অর্থে অন্যকে হত্যা করাও অধিকার বলে বিবেচিত হতে পারে। কিন্তু পৌরনীতিতে অবাধ ও স্বেচ্ছাচারী ক্ষমতাকে অধিকার বলে না। সভ্য সমাজে স্বেচ্ছাচার সম্ভব নয়। অধিকার বলতে তাই নিয়ন্ত্রিত ক্ষমতা বুঝায়। পৌরনীতিতে অধিকার বলতে কতকগুলি সুযোগ-সুবিধাকে বুঝায় যা ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্বের বিকাশ সম্ভব নয়। অধিকার সামাজিক বিষয়। অধ্যাপক লাস্কি বলেন, "অধিকার সমাজ বহির্ভূত বা সমাজ নিরপেক্ষ নয়, এটা সমাজভিত্তিক।" এজন্যই অধিকার বলতে সীমিত ক্ষমতা বুঝায় এবং একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্যের ইঙ্গিত দান করে। অধিকারের অর্থ মঙ্গলময় জীবন। রাষ্ট্র সামাজিক কল্যাণের পরিবেশ সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে। এরূপ পরিবেশেই ব্যক্তিত্বের বিকাশ সাধন সম্ভব। অধ্যাপক লাস্কি অধিকারের সংজ্ঞা দিয়ে যথার্থই বলেছেন, "অধিকার সমাজ জীবনের সেই সব অবস্থা যা ব্যতীত মানুষ তার সর্বোৎকৃষ্ট সত্তার সন্ধান লাভ করতে পারে না।" টি, এইচ, গ্রীন অধিকার বলতে অনুরূপ ধারণা দিয়ে বলেন, "মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলির বিকাশ সাধনের জন্য অধিকার কতকগুলো বাহ্যিক শর্ত।" সহজ কথায় অধিকার বলতে কতকগুলো অনুকূল শর্তকে বুঝায় যা ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের জন্য অপরিহার্য।

১৩.১.২ অধিকারের বৈশিষ্ট্য

অধিকারের সংজ্ঞা ও ধারণা বিশ্লেষণ করলে অধিকারের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয় :

(১) অধিকার প্রকৃতপক্ষে সীমিত সুযোগ সুবিধা। রাষ্ট্র ও সমাজ কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধতার মধ্যেই অধিকার ভোগ করতে হয়।

(২) অধিকার নিরংকুশ নয়। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়।

(৩) অধিকার একটি সামাজিক বিষয়। সমাজ বহির্ভূত জীবনে অধিকারের কোন তাৎপর্য নেই।

(৪) অধিকার একটি গতিশীল ধারণা। সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে অধিকারের প্রকৃতি ও বিস্তৃতির পরিবর্তন ঘটে।

(৫) অধিকার ভোগের সাথে সকলের কল্যাণ জড়িত।

১৩.১.৩ অধিকারের শ্রেণিবিভাগ

অধিকার বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। নিচে বিভিন্ন প্রকার অধিকার নিয়ে আলোচনা করা হল :

(ক) রাজনৈতিক অধিকার– রাষ্ট্রীয় কাজে সক্রিয় হওয়ার জন্য নাগরিকগণ যে সমস্ত অধিকার ভোগ করেন তাকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। অন্যকথায় রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অংশগ্রহণ ও মতামত দানের সুযোগই রাজনৈতিক অধিকার। ভোটদানের অধিকার, নির্বাচিত হওয়ার অধিকার, মতামত প্রকাশের অধিকার, সরকার গৃহীত ব্যবস্থার পক্ষে-বিপক্ষে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করার অধিকার প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার।

(খ) অর্থনৈতিক অধিকার– অর্থনৈতিক অধিকারের গুরুত্বের প্রেক্ষিতেই বলা হয়ে থাকে যে, অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। বৃহত্তর দৃষ্টিকোণ থেকে অর্থনৈতিক অধিকার বলতে ক্ষুধা, দারিদ্র ও বেকারত্ব থেকে মুক্ত থাকা বুঝায়। জীবন ধারনের ন্যূনতম ক্যালরীসম্পন্ন খাদ্য, বাসস্থান ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার অর্থনৈতিক অধিকার। কর্মের অধিকার ও নিশ্চয়তা, ন্যায্য মজুরী লাভের অধিকার, আইন অনুযায়ী স্বীকৃত সময়ের বেশি কাজ না করার অধিকার, কর্মস্থলে শারীরিক ক্ষয়-ক্ষতির বিরুদ্ধে সামাজিক নিরাপত্তা লাভ প্রভৃতি অর্থনৈতিক অধিকার।

(গ) সামাজিক অধিকার– রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত সংঘবদ্ধ জীবনের অধিকারকে সামাজিক অধিকার বলে। সভ্য জীবনযাপনের জন্য এই অধিকারগুলো অপরিহার্য। শিক্ষার অধিকার, সম্পত্তি অর্জন ও ভোগের অধিকার প্রভৃতি সামাজিক অধিকার।

(ঘ) সাংস্কৃতিক অধিকার– নিজ ভাষা, সাহিত্য, ইতিহাস, ঐতিহ্য, রীতিনীতি ও ধর্মীয় প্রথা-প্রতিষ্ঠান অনুযায়ী জীবন গঠন ও পরিচালনার অধিকারকে সাংস্কৃতিক অধিকার বলে। অবশ্য বর্তমান যুগে ভিন্ন সংস্কৃতির অনুপ্রবেশ ও আগ্রাসনের ফলে কোন কোন জনগোষ্ঠীর সনাতন সংস্কৃতির পরিবর্তন ও সংস্কৃতিতে নতুন মাত্রা যোগ হচ্ছে। এভাবে অপসংস্কৃতির জন্ম হতে পারে আবার সংস্কৃতি সমৃদ্ধও হতে পারে।

(ঙ) ধর্মীয় অধিকার– স্বাধীনভাবে ধর্মগ্রহণ, পালন, ধর্ম পরিবর্তন ও নিজ ধর্মের বিকাশে কর্তব্য পালন, অন্য ধর্মের জন্য বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য না থাকার স্বাধীনতাকে ধর্মীয় অধিকার বলে। ধর্মকে কেন্দ্র করে এক এক জাতির চাল-চলন ও আচরণ, বিশ্বাস ও জীবন ব্যবস্থা পৃথক হতে পারে। ধর্মীয় অধিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক অধিকার।

(চ) ব্যক্তিক অধিকার– ব্যক্তি জীবনের পবিত্রতা এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশ ও রক্ষার জন্য ব্যক্তি যে সব অধিকার লাভ করে তাকে ব্যক্তিক অধিকার বলে। জীবনের নিরাপত্তা লাভ, নির্বিঘ্নে জীবন যাপন, নিজ ধর্ম নির্ভয়ে পালন, নিজের রুচি সংরক্ষণ, গৃহের গোপনীয়তা রক্ষা, চিঠি-পত্রের গোপনীয়তা রক্ষা, নিজের জীবন রক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ ও জামিন লাভের অধিকার ব্যক্তিক অধিকারের কয়েকটি উদাহরণ।

সার-সংক্ষেপ

অধিকারের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পৌরনীতি মূলত নাগরিক, নাগরিকের অধিকার এবং রাষ্ট্র ও নাগরিকের সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করে। পৌরনীতিতে অধিকার বলতে সীমিত ক্ষমতা বুঝায়। অপরের অধিকারে হস্তক্ষেপ না করে নিজের ইচ্ছামত কাজ করাই অধিকার। কতকগুলো শর্ত ছাড়া ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। এগুলোর সংরক্ষণই পৌরনীতিতে অধিকার হিসেবে গণ্য হয়। টি, এইচ, গ্রীনের ভাষায় মানুষের অভ্যন্তরীণ গুণাবলির বিকাশের জন্য বাহ্যিক কতকগুলো অনুকূল শর্তই অধিকার। অধিকার কোন নিরংকুশ বিষয় নয়। একজনের অধিকার অন্যের জন্য কর্তব্য। এটি একটি গতিশীল ধারণা। সমাজের ধ্যান-ধারণার পরিবর্তন ও অগ্রগতির সাথে সাথে অধিকারের ধারণাও ব্যাপ্তিতে পরিবর্তন ঘটে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। অধিকারের অর্থ কি ?

ক. ইচ্ছানুযায়ী ভাল কাজ করা
খ. যা খুশি তাই করা
গ. অপরের কাজে হস্তক্ষেপ না করা
ঘ. ব্যক্তিত্ব বিকাশের অনুকূল শর্ত

২। অধিকারের বৈশিষ্ট্য কোনটি ?

ক. সীমিত সুযোগ সুবিধা
খ. রাজনৈতিক বিষয়
গ. প্রাকৃতিক বিষয়
ঘ. নৈর্ব্যক্তিক বিষয়

৩। কোন্‌টি রাজনৈতিক অধিকার ?

ক. বেকারত্ব হতে মুক্তি
খ. শিক্ষা লাভ
গ. মতামত প্রকাশ করা
ঘ. স্বাধীনভাবে ধর্মচর্চা

পাঠ– ২ : বিভিন্ন ধরনের অধিকারের মধ্যে সম্পর্ক

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- আইনগত ও নৈতিক অধিকারের সম্পর্ক নির্ণয় করতে পারবেন।
- সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক বিশ্লেষণ করতে পারবেন।
- ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক বর্ণনা করতে পারবেন।

১৩.২.১ নৈতিক ও আইনগত অধিকারের সম্পর্ক

ন্যায়বোধ ও ঔচিত্যবোধের অন্তর্নিহিত উপলব্ধি থেকে উদ্ভূত অধিকারকে নৈতিক অধিকার বলে। ন্যায়বোধ ও ঔচিত্যবোধ ব্যক্তিগত ব্যাপার হলেও সমাজ সামাজিক নীতিমালা ও ঔচিত্যবোধ লালন এবং সংরক্ষণ করে। যেমন– সত্য বলা, সময়মত অফিসে উপস্থিতি, ঘুষ গ্রহণ না করা, কাজে ফাঁকি না দেওয়া প্রভৃতি স্বীকৃত সামাজিক নীতিবোধ। এগুলোর সাথে সংগতিপূর্ণভাবে নৈতিক অধিকার ভোগ করতে হয়। আবার এই আদর্শ ও নীতিবোধ সংরক্ষণের জন্য করণীয় কাজ করার এবং বর্জনীয় কাজ বর্জন করার ক্ষমতা, প্রতিবাদ ও সমালোচনা করা প্রভৃতি নৈতিক অধিকার। এই অধিকারগুলো আইনের দ্বারা সৃষ্ট নয়। রাষ্ট্র তাই এই অধিকার ভঙ্গের জন্য শাস্তি দেয় না কিন্তু এজন্য সামাজিক ঘৃণা কুড়াতে হয়। অপরপক্ষে আইনগত অধিকারের পেছনে আইনের স্বীকৃতি থাকে। এই অধিকারগুলো আইন সৃষ্টি করে এবং আইনগত অধিকার ভঙ্গের জন্য আইন শাস্তির ব্যবস্থা করে। আইনগত অধিকার ও নৈতিক অধিকারের মধ্যে কৌশলগত পার্থক্য থাকলেও সকল অধিকারই সামাজিক ধারণা ও নীতিবোধ থেকে জন্মলাভ করে। আইনগত অধিকারের পেছনে সর্বদাই নৈতিক সমর্থন থাকে। আইনগত অধিকার সামাজিক ধ্যান-ধারণা বা নৈতিকতার পরিপন্থী হলে বলবৎ করা কষ্টকর হয়।

১৩.২.২ সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার

সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য করা হলেও উভয় ধরনের অধিকারই রাষ্ট্র কর্তৃক স্বীকৃত ও সংরক্ষিত। এসব অধিকার লঙ্ঘন করা শাস্তিযোগ্য অপরাধ। আবার অনেক অধিকারই একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক। নাগরিকের রাজনৈতিক দিককে যেমন তার সামাজিক দিক থেকে পৃথক করা যায় না তেমনি নাগরিকের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে পৃথক করা যায় না। সামাজিক অধিকার বলতে সভ্য জীবনের শর্তগুলোকে বুঝায়। অপরপক্ষে রাজনৈতিক বিষয়াদিতে অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক অধিকার বলে। সভ্য জীবনের শর্ত, যেমন– সম্পত্তি অর্জন, শিক্ষালাভ, ধর্ম পালন প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকারের ভিত্তি হিসেবে কাজ করে। অপরপক্ষে রাজনৈতিক অধিকার, যেমন– মতামত প্রকাশ করা, ভোট দান করা, নির্বাচিত হওয়া প্রভৃতি সভ্য জীবনের শর্তগুলোকে বিকশিত করে। তাই তারা একে অপরের পরিপূরক।

১৩.২.৩ অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক

অর্থনৈতিক অধিকার ছাড়া রাজনৈতিক অধিকার অর্থহীন। নিরন্ন, অর্থহীন, গৃহহীন ও বেকার লোকের নিকট রাজনৈতিক অধিকারের কোন মূল্য নেই। অন্ন-বস্ত্রের জন্য যারা দিবানিশি চিন্তা করে তাদের পক্ষে রাষ্ট্রীয় বিষয়ে চিন্তা করা সম্ভব নয়। সুতরাং ন্যূনতম চাহিদা পূরণ, আহার, বাসস্থান, কর্ম ও ন্যূনতম মজুরী নির্ধারণ করে অর্থনৈতিক অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করলেই রাজনৈতিক অধিকার অর্থবহ হবে। অন্যদিকে রাজনৈতিক অধিকার না থাকলে অর্থনৈতিক অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি হবে না। রাজনৈতিক অধিকার বলেই মানুষ সংগঠিত হয়েছে, প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ করতে শিখেছে; শিক্ষা, চিকিৎসা, বাসস্থান ও ন্যূনতম মজুরীর দাবী শানিত করেছে। রাজনৈতিক অধিকার চূড়ান্ত পর্যায়ে সংগঠিত প্রতিবাদে রূপান্তরিত হয়ে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের আন্দোলনে পরিণত হয়। তাই রাজনৈতিক অধিকার ও অর্থনৈতিক অধিকার একে অপরের পরিপূরক।

১৩.২.৪ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক

যে কোনো ধর্মগ্রহণ, নিজ ধর্মপালন, ধর্মীয় উপাসনালয় নির্মাণ, ধর্মত্যাগ, নিজ ধর্মের প্রচার, অন্য ধর্মের জন্য চাঁদা দিতে বাধ্য না হওয়া প্রভৃতি ধর্মীয় অধিকার। অপরপক্ষে ভোটদান, নির্বাচিত হওয়া সভাসমিতি ও মিছিল করার স্বাধীনতা প্রভৃতি রাজনৈতিক অধিকার। আপাত দৃষ্টিতে এই অধিকার দুটির মধ্যে পার্থক্য থাকলেও একে অপরের উপর প্রভাব বিস্তার করে। ধর্মীয় অধিকার বঞ্চিত জনগোষ্ঠী এক ধরনের রাজনৈতিক মনোভাব দ্বারা পরিচালিত হতে পারে এবং তা রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করতে পারে। ধর্মীয় সংখ্যালঘুরা এক ধরনের নির্যাতিত মনোভাব দ্বারা তাড়িত হয়। ধর্মীয় সংখ্যাগুরুরা সংখ্যালঘুদের উপর বিশেষ ধরনের সহানুভূতিশীল আচরণ করে কেবলমাত্র নির্বাচনের সময় সমর্থন লাভের জন্য। ধর্মের ভিত্তিতে রাজনৈতিক দল গঠন, ধর্ম নিরপেক্ষ রাজনৈতিক আদর্শ, ধর্মীয় সাম্প্রদায়িকতা প্রভৃতি দ্বারা ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যকার সম্পর্ক উপলব্ধি করা যায়।

সার-সংক্ষেপ

অধিকারগুলো পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। রাজনৈতিক অধিকার অর্থনৈতিক অধিকারের দ্বারা পরিপুষ্ট হয়ে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠে। কেননা দরিদ্র, বেকার ও নিরন্নদের নিকট ভোটাধিকারের কোন গুরুত্ব নেই। অন্যদিকে রাজনৈতিক অধিকারপ্রাপ্ত মানুষ সংঘবদ্ধ হয়ে অর্থনৈতিক অধিকার আদায়ের সচেতনতা, সাহস ও মনোবল অর্জন করে। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারগুলোকে পুরোপুরি আলাদা করা যায় না। অনেক অধিকারই একই সাথে সামাজিক ও রাজনৈতিক। তদ্রূপ ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকার একে অপরকে সমৃদ্ধ করে। সাংস্কৃতিক অধিকার অনেক সময় রাজনৈতিক আন্দোলন ও রাজনৈতিক অধিকার আদায়ের মূলমন্ত্রে পরিণত হয়। যেমন, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন মূলত সাংস্কৃতিক আন্দোলন হিসেবে সূচিত হলেও পরবর্তীতে তা সর্বাত্মক রাজনৈতিক আন্দোলনের রূপ পরিগ্রহ করে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জনে এর পরিসমাপ্তি ঘটে। ধর্মীয় অধিকার অনেক সময় রাজনৈতিক সংগঠনের জন্ম দেয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক ($\surd$) চিহ্ন দিন।

১। নৈতিক ও আইনগত অধিকারের সম্পর্ক কীরূপ ?

ক. পরস্পর বিরোধী খ. সম্পূরক

গ. উভয়ই পৃথক ঘ. সম্পর্কহীন

২। অর্থনৈতিক অধিকার কখন অর্জিত হয় ?

ক. ন্যূনতম চাহিদা পূরণ হলে খ. কাজে ফাঁকি না দিলে

গ. সঠিকভাবে ভোটদান করলে ঘ. শিক্ষালাভের সুযোগ পেলে

৩। কোনটি ধর্মীয় অধিকার ?

ক. অন্য ধর্মের প্রচার করা খ. স্বাধীনভাবে নিজ ধর্ম পালন করা

গ. নিজ ধর্মের প্রচার করা ঘ. ধর্মত্যাগীদের শাস্তি দেওয়া

পাঠ– ৩ : অধিকারের রক্ষাকবচ

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- অধিকারের রক্ষাকবচগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কোন্‌টি অধিকারের সবচেয়ে বড় রক্ষাকবচ তা উল্লেখ করতে পারবেন।

১৩.৩.১ অধিকারের রক্ষাকবচ

অধ্যাপক লাস্কি বলেছেন যে, অধিকার হল সামাজিক জীবনের সে সকল শর্ত যা ব্যতীত ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকশিত হয় না। এই শর্তগুলো স্বয়ংক্রিয়ভাবে সৃষ্টি হয় না। এগুলোকে সচেতনভাবে সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করতে হয়। যে সকল পন্থা অবলম্বনের মাধ্যমে অধিকারকে রক্ষা করা যায় সেগুলোকে অধিকারের রক্ষাকবচ বলা হয়। নিম্নে অধিকারের রক্ষাকবচ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) আইন– আইন অধিকারের সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষাকবচ। আইনের মাধ্যমে প্রদত্ত শাস্তির ভয়েই অনেকে অন্যের অধিকারে হস্তক্ষেপ করে না। তাছাড়া আইন কতকগুলো শর্ত সৃষ্টি করে অধিকার সংরক্ষণ করে। ন্যূনতম মজুরীর অধিকার, অবসরকালীন সুযোগ-সুবিধা, প্রসবকালীন ছুটি এগুলো আইনেরই সৃষ্টি।

(২) গণতন্ত্র– গণতন্ত্র অধিকারের অন্যতম রক্ষাকবচ। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থায় জনগণ সরকার নির্বাচন করে। গণতন্ত্রে জনগণের প্রতিনিধিগণ জনগণের জন্য আইন প্রণয়ন করেন। সরকার জনগণের অধিকারের পরিপন্থী আইন প্রণয়ন করলে জনগণ প্রতিবাদ করতে পারে। গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা বহাল থাকলে জনগণ অধিকার সচেতন হয় এবং অধিকার রক্ষার জন্য তৎপর থাকে। সুতরাং সরকার জনগণের অধিকার নস্যাৎ করতে ভয় করে।

(৩) সংবিধানে মৌলিক অধিকারের উল্লেখ– মৌলিক অধিকারগুলো সংবিধানে লিপিবদ্ধ হওয়ার ফলে তা সাংবিধানিক আইনের মর্যাদা লাভ করে। ফলে সরকার বা কোন প্রভাবশালী গোষ্ঠী এগুলো লঙ্ঘন করতে সাহস করে না। কোন মহল লঙ্ঘন করতে চাইলে সংবিধান বাধা হয়ে দাঁড়ায়। এমনকি আদালতে তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া যায়।

(৪) আইনের অনুশাসন– আইনের অনুশাসনের অর্থ সকলেই আইনের চোখে সমান। আদালত স্বাধীনভাবে সকল অপরাধের বিচার করবে এবং সরকারের স্বেচ্ছাধীন ক্ষমতার অবসান হবে। আইনের শাসন বহাল থাকলে কোন ব্যক্তিকে বেআইনীভাবে কিংবা বিনা কারণে আটক করা যাবে না, আটককৃত ব্যক্তিকে যত দ্রুত সম্ভব আদালতে সোপর্দ করতে হবে এবং বিনা বিচারে কাউকে দৈহিক বা আর্থিকভাবে শাস্তি দেওয়া যাবে না। সুতরাং আইনের শাসন অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

(৫) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা– বিচার বিভাগের স্বাধীনতা না থাকলে নাগরিক অধিকারের কোন নিশ্চয়তা থাকে না। বিচার বিভাগ যদি সরকারের শাসন বিভাগের ভয়ে বা প্রভাবশালী গোষ্ঠীর প্রভাবে নিরপেক্ষভাবে রায় দিতে না পারে তবে সবলের হাত থেকে দুর্বলকে রক্ষা করা যাবে না। সুতরাং বিচার বিভাগের স্বাধীনতা অধিকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

(৬) ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ– সরকারের তিনটি বিভাগের মধ্যে ক্ষমতা বণ্টন করা হলে এবং বিভাগগুলো একে অপরকে নিয়ন্ত্রণ করলে সরকারের নিরংকুশ ক্ষমতার অবসান ঘটবে। সীমিত সরকার ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হবে এবং জনগণের অধিকারের নিশ্চয়তা রক্ষা করা যাবে।

(৭) বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থা– এই ব্যবস্থায় ছোটখাট আঞ্চলিক বিষয়ে স্থানীয় কর্তৃপক্ষের হাতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা অর্পণ করলে জনগণের হয়রানী দূর হয় এবং অধিকার নিশ্চিত হয়। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ অধিকার রক্ষায় সজাগ ও সচেতন হয়ে উঠার সুযোগ পায়।

(৮) জনগণের সজাগ দৃষ্টি– জনগণের সচেতনতা ও সজাগ দৃষ্টি অধিকারের সর্বাপেক্ষা বড় রক্ষাকবচ। কেননা জনগণ সজাগ ও সচেতন হলে কোন কর্তৃপক্ষ এমনকি সরকারও অধিকারে হস্তক্ষেপ করতে সাহস করবে না। কারণ অধিকারে হস্তক্ষেপ করা হলে জনগণ অসন্তুষ্ট হবে এবং অধিকার রক্ষার জন্য সংশ্লিষ্ট মহলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াবে।

সার-সংক্ষেপ

অধিকার কেবল দানের বিষয় নয়। তাই কতকগুলো রক্ষাকবচের ব্যবস্থা ছাড়া অধিকার নিশ্চিত হয় না। আইন, গণতন্ত্র, সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিতকরণ, আইনের অনুশাসন, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ, বিকেন্দ্রীকৃত শাসন ব্যবস্থা, জনগণের সজাগ দৃষ্টি প্রভৃতি অধিকারের গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩

১। কোনটি অধিকারের রক্ষাকবচ ?

ক. শাসন বিভাগের স্বাধীনতা
খ. আইন প্রণয়নের স্বাধীনতা
গ. ধর্মপালনের স্বাধীনতা
ঘ. বিচারবিভাগের স্বাধীনতা

২। অধিকারের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্ষাকবচ কোন্‌টি ?

ক. গণতন্ত্র
খ. আইনের অনুশাসন
গ. ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ
ঘ. জনগণের সজাগ দৃষ্টি

পাঠ– ৪ : নাগরিকের কর্তব্য

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- নাগরিকের কর্তব্যের অর্থ ও এর গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ করতে পারবেন।
- অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৩.৪.১ নাগরিকের কর্তব্যের অর্থ ও গুরুত্ব

(ক) কর্তব্যের অর্থ ঃ কর্তব্য বলতে করণীয় কাজ বুঝায়। এটি একটি দায়িত্ব যা করণীয় কাজ করতে উদ্বুদ্ধ করে। কর্তব্য পালন না করে অধিকার ভোগ করা যায় না। নাগরিক রাষ্ট্রের নিকট থেকে অনেক সুযোগ-সুবিধা বা অধিকার পেয়ে থাকে। তাই রাষ্ট্রের প্রতি দায়িত্ব পালন করা নাগরিকের কর্তব্য। তাছাড়া নাগরিক সমাজের নানাবিধ কল্যাণের অংশীদার। তাই সমাজকে সমৃদ্ধ করার ক্ষেত্রেও তার কর্তব্য থাকে। এগুলো স্বেচ্ছাপ্রণোদিত কর্তব্য। আইন দ্বারা স্বীকৃত অধিকার ভোগ করার জন্য নাগরিককে আবার বাধ্যতামূলক কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। কর দেওয়া, আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য স্বীকার করা, রাষ্ট্রের আদেশে যুদ্ধে যোগদান করা প্রভৃতি বাধ্যতামূলক কর্তব্য।

(খ) নাগরিক কর্তব্যের গুরুত্ব ঃ নাগরিক জীবনে কর্তব্যের গুরুত্ব সমধিক। কেননা কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার ভোগ করা যায় না। কর্তব্য পালনের দ্বারাই অধিকার ভোগের শর্তসমূহ সৃষ্টি হয়। নাগরিকরা যদি রাস্তাঘাট পরিষ্কার করে, যেখানে সেখানে মলমূত্র ত্যাগ না করে, বাড়ীর আবর্জনা নির্ধারিত জায়গায় জমা করে তবেই সকলে পরিচ্ছন্ন জীবনের অধিকারী হবে। রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিকরা অনেক অধিকার দাবী করে। কিন্তু নাগরিকরা যদি আইন না মানে, কর না দেয় তাহলে রাষ্ট্র নাগরিকের সঙ্গত অধিকার রক্ষা করতে পারবে না। সেজন্য কর্তব্য পালনের গুরুত্ব খুব বেশি। নাগরিককে তাই নিজ পরিবার, গ্রাম, সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন করতে হবে। তা হলেই পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবন সুন্দর ও মঙ্গলময় হবে।

১৩.৪.২ কর্তব্যের শ্রেণিবিভাগ

নাগরিকের কর্তব্য প্রধানত তিন ধরনের। নিম্নে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) সামাজিক কর্তব্য– মানুষ সমাজবদ্ধভাবে বসবাস করে। তাই সমাজের প্রতি তার কর্তব্য রয়েছে। সামাজিক কর্তব্য বলতে সমাজের প্রতি বা সমাজবদ্ধ মানুষের প্রতি কর্তব্য বুঝায়। সামাজিক আচরণ বিধি মেনে চলা, সমাজের নীতিমালার প্রতি শ্রদ্ধা ও আনুগত্য, সামাজিক প্রথা-প্রতিষ্ঠানের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ প্রভৃতি সামাজিক কর্তব্য। সামাজিক প্রতিষ্ঠান গঠন ও পরিচালনা, সমাজ কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান প্রভৃতির উন্নতির জন্য কাজ করা সামাজিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত। এছাড়া সমাজের মানুষকে অক্ষরজ্ঞান দান, সমাজের দরিদ্র ও অবহেলিতদের সাহায্য ও কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা, রোগে সেবা করা, মৃতব্যক্তির সৎকার ইত্যাদি সবই সামাজিক কর্তব্য। সামাজিক কর্তব্য পালনকারী ব্যক্তি সমাজে সুপরিচিত হয় এবং মানুষের শ্রদ্ধালাভ করে।

(২) রাজনৈতিক কর্তব্য– আইন মেনে চলা, রাষ্ট্রের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করা, ভোটদান করা, যোগ্য প্রার্থীকে নির্বাচিত করা, সংবিধান, জাতীয় সঙ্গীত ও জাতীয় পতাকার প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, জাতীয় নেতার প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ, জাতীয় দিবস যথাযথভাবে পালন প্রভৃতি রাজনৈতিক কর্তব্য। যুদ্ধ, অর্থনৈতিক সংকট প্রভৃতি ক্ষেত্রে রাষ্ট্রের আহবানে সাড়া দেওয়া এবং রাষ্ট্র আরোপিত দায়িত্ব পালন করাও রাজনৈতিক কর্তব্য।

(৩) অর্থনৈতিক কর্তব্য– নিয়মিত কর, খাজনা ও অন্যান্য দেয় কর পরিশোধ করা, নিজের ও দেশের অর্থনীতিকে সচল করার জন্য রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠানগুলির প্রতি দায়িত্ব পালন, রাষ্ট্রীয় সম্পত্তির সংরক্ষণ প্রভৃতি অর্থনৈতিক কর্তব্য। এছাড়া রাষ্ট্রীয় ব্যাংক, রেলওয়ে, সড়কপথ, যানবাহন, কলকারখানা, স্কুল-কলেজ, অফিস-আদালতের ভবন, সরকারি, আধাসরকারি ও বেসরকারি অফিসের আসবাবপত্র প্রভৃতির ক্ষতিসাধন না করা এবং রক্ষণাবেক্ষণে সাহায্য করা নাগরিকের অর্থনৈতিক কর্তব্য।

অন্যান্য কর্তব্য

(ক) পরিবারের প্রতি কর্তব্য– পরিবারের কল্যাণের জন্য কাজ করা পারিবারিক কর্তব্য। পরিবারের সকলের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থা করা, স্বাস্থ্য রক্ষার ব্যবস্থা করা, পারিবারিক ঐতিহ্য রক্ষা করা প্রভৃতি পারিবারিক কর্তব্য।

(খ) নৈতিক কর্তব্য– জীবে দয়া, নিরন্নকে অন্নদান, রোগে সেবা, শোকে সান্ত্বনা দান করা প্রভৃতি নৈতিক কর্তব্য। দুর্যোগ, মহামারী, বন্যা, খরা ও দুর্ভিক্ষের সময় যার যা কিছু আছে তাই নিয়ে সাহায্য ও সহযোগিতা করা নৈতিক কর্তব্যের অন্তর্ভুক্ত।

(গ) আন্তর্জাতিক কর্তব্য ঃ বিশ্বশান্তির জন্য করণীয় কাজ করা, যুদ্ধের ক্ষয়ক্ষতি সম্পর্কে বিশ্বের মানুষকে সজাগ করা, বিশ্বসংস্থাসমূহের প্রতি দায়িত্ব পালন করা, আন্তর্জাতিক আইনের প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ প্রভৃতি আন্তর্জাতিক কর্তব্য।

১৩.৪.৩ অধিকার ও কর্তব্যের সম্পর্ক

অধিকার ও কর্তব্য পরস্পর অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য সম্পাদন করতে হয়। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার লাভ করা যায় না। অধিকার ও কর্তব্যের এই সম্পর্কের কারণ অধিকার একটি সামাজিক ধারণা। সামাজবদ্ধ মানুষ পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। তাই একজনের অধিকার অন্যের কর্তব্যের ইঙ্গিত দান করে। এর অর্থ এই যে, আমার চলার অধিকার অন্যের উপর এই কর্তব্য আরোপ করে যে, সে আমার চলার পথে বাধা সৃষ্টি করবে না। যেমন– আমার জীবন রক্ষার অধিকার অন্যের উপর এই কর্তব্য বর্তায় যে, সে আমাকে হত্যা করবে না। সেরূপ একজনের সম্পত্তি ভোগের অর্থ আমি তার সম্পত্তিভোগ ও বিনিময়ে বাধা সৃষ্টি করব না।

দ্বিতীয়ত, রাষ্ট্রের নিকট থেকে নাগরিক অনেক অধিকার দাবী করে। কিন্তু রাষ্ট্রের প্রতি কর্তব্য পালন না করলে রাষ্ট্র নাগরিকের অধিকারের নিশ্চয়তা বিধান করতে পারবে না। রাষ্ট্র নাগরিককে শিক্ষার অধিকার দান করে। এ অধিকার নাগরিকের প্রতি এ কর্তব্য আরোপ করে যে, সে যথাযথভাবে শিক্ষিত হয়ে দেশের সামগ্রিক কল্যাণে অবদান রাখবে। ভোটের অধিকার নাগরিককের প্রতি এ কর্তব্য আরোপ করে যে সে ভোটের অধিকারের সদ্ব্যবহার করে উপযুক্ত প্রার্থী নির্বাচন করবে। রাষ্ট্র অনেক কল্যাণমূলক কাজ করে। সেজন্য নাগরিককে ট্যাক্স ও অন্যান্য দেয় অর্থ ঠিকমত পরিশোধ করতে হবে।

তৃতীয়ত, সমাজের সদস্য হিসেবে অন্যদের অবদানে নাগরিক সমৃদ্ধ। সমাজের সদস্যরা সম্মিলিতভাবে নাগরিকতার বিকাশে সহায়তা করে। একজন নাগরিকের কর্তব্য তাই সমাজের কল্যাণের জন্য কাজ করা এবং ব্যক্তি স্বার্থের উর্ধ্বে সামাজিক স্বার্থকে স্থান দেওয়া। এর অনুপস্থিতিতে সামাজিক জীবন অচল হয়ে পড়বে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে বুঝা যায় যে, কেবলমাত্র নিজের অধিকারকে অগ্রাধিকার দিলে অধিকার ভোগ করা যায় না। অন্যের সম অধিকারের প্রতি সহানুভূতিশীল হতে হয়। কর্তব্য ছাড়া যেমন অধিকার পাওয়া যায় না তেমনি কর্তব্য পালন করেই অধিকার ভোগ করতে হয়।

সার-সংক্ষেপ

কর্তব্য বলতে করণীয় বুঝায়। অধিকার ভোগ করতে হলে কর্তব্য পালন করতে হয়। কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকারের আশা করা ঠিক নয়। অধিকার ভোগের জন্য নাগরিককে সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, পারিবারিক, নৈতিক ও আন্তর্জাতিক সমাজের জন্য দায়িত্ব পালন করতে হবে। কেননা কর্তব্য পালন ছাড়া অধিকার লাভ করা সম্ভব নয়। একজনের জীবনের অধিকারের অর্থ অন্য কেউ তার জীবন নাশ করবে না। রাষ্ট্র নাগরিকের জন্য অনেক অধিকার সৃষ্টি ও সংরক্ষণ করে। সুতরাং নাগরিককে রাষ্ট্রের আইনকানুন মেনে চলতে হবে এবং সকল প্রকার ট্যাক্স ও খাজনা সময়মত পরিশোধ করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। কোনটি নাগরিকের সামাজিক কর্তব্য ?

ক. কর দেয়া
খ. ভোট দেয়া
গ. রাষ্ট্রের আহ্বানে যুদ্ধ করা
ঘ. দরিদ্রকে সাহায্য করা

২। নাগরিক কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করলে কি হয় ?

ক. পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকা যায়
খ. নাগরিকের অধিকার লাভ করা যায়
গ. ভাল পরিবার গঠন করা যায়
ঘ. উন্নত গ্রাম গঠন করা যায়

৩। কর্তব্যকে প্রধানত কয়টি ভাগে ভাগ করা যায় ?

ক. তিন
খ. চার
গ. পাঁচ
ঘ. ছয়

পাঠ ৫ : বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাস্তব বাধাসমূহ এবং সেগুলো দূরীকরণের উপায়

উদ্দেশ্য : এই পাঠ শেষে আপনি–

- বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাস্তব বাধাসমূহ উল্লেখ করতে পারবেন।
- নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধা দূরীকরণের উপায় ব্যাখ্যা করতে পারবেন।

১৩.৫.১ বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনে বাধাসমূহ

বাংলাদেশসহ পৃথিবীর অনেক দেশের সংবিধানে মৌলিক অধিকার সন্নিবেশিত করা হয়েছে যাতে করে অধিকারগুলো বলবৎ ও কার্যকর করা যায়। কিন্তু বিভিন্ন বাধা বা প্রতিবন্ধকতার কারণে অধিকারগুলো পুরাপুরিভাবে অর্জন করা যায় না। নিম্নে সেগুলো সম্পর্কে আলোচনা করা হল :

(১) অভাব– অভাব ও বেকারত্বের কারণে অনেক অধিকার অর্জন করা যায় না। অভাবের কারণে দরিদ্র শ্রেণি শিক্ষা, চিকিৎসা ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ অধিকার অর্জন করতে পারে না।

(২) অজ্ঞতা– শিক্ষার অভাবে অনেক নাগরিকই অধিকার সচেতন হতে পারে না। অজ্ঞতা তাই অধিকার অর্জনে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রতিবন্ধকতা। অজ্ঞতার কারণে নিজের অধিকার কি এবং কিভাবে ভোগ করতে হবে তা তারা বুঝতে পারে না।

(৩) সরকারি কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য– সরকারি কর্মচারীরা তাদেরকে জনগণের সেবক মনে করে না। অনেকেই জনগণকে হয়রানি ও নিপীড়ন করে। তাদেরকে ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করে। জনগণ যেহেতু বিচ্ছিন্ন তাই তারা সংঘবদ্ধ হয়ে এর প্রতিকার করতে পারে না।

(৪) রাজনৈতিক দল কর্তৃক সন্ত্রাসীদের লালন– সন্ত্রাসীরা অনেক সময় নাগরিকদের জান, মাল ও ইজ্জতের উপর আক্রমণ করে। জীবন ও সম্পত্তির অধিকার ছিনিয়ে নেয়। কিন্তু রাজনৈতিক দলের আশ্রয়ে থাকার ফলে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত কার্যকর ব্যবস্থা নেওয়া যায় না।

(৫) ক্ষমতাসীন দলের হস্তক্ষেপ– ক্ষমতাসীন দল অনেক ক্ষেত্রেই বিরোধী দলের সভা-সমিতি পরিচালনায় বাধা সৃষ্টি করে এবং রাজনৈতিক অধিকারে হস্তক্ষেপ করে। দমন ও নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করে মানুষকে অধিকার থেকে বঞ্চিত করে।

(৬) পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা ও বাড়াবাড়ি– কোন হয়রানির ব্যাপারে পুলিশকে অবহিত করলেও অনেক সময় পুলিশ নিষ্ক্রিয় থাকে। সহজে কোন পদক্ষেপ গ্রহণ করে না। অনেক সময় অপরাধীকে আশ্রয় দেয়। আবার প্রভাবশালী মহলের চাপে নিরীহ ও নিরপরাধ মানুষকে আটক ও গ্রেফতার করে হয়রানি করে। অনেক সময় এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে মারপিট করে।

(৭) সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার অভাব– সংবাদপত্র অনেক সময় অসত্য ও বিভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করে। ফলে জনগণের অধিকার সংক্রান্ত সরকারি সিদ্ধান্তগুলো যথাযথ হয় না। এর ফলে নাগরিকগণ ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়।

(৮) শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উদাসীনতা– নাগরিক অধিকার অর্জনে এটি অন্যতম বাধা। শিক্ষিত শ্রেণি অধিকাংশ সময় অধিকারের উপর হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে কোনরূপ প্রতিবাদ বা প্রতিরোধ করেন না। কিন্তু তাদেরই এ ব্যাপারে সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব থাকে। তারাই লেখনী ও বিবৃতির মাধ্যমে একদিকে মানুষকে অধিকার সচেতন করতে এবং অন্যদিকে অধিকারে হস্তক্ষেপের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে পারেন।

(৯) সংগঠনের অভাব ও দুর্বলতা– নাগরিক অধিকার রক্ষার জন্য অধিকার রক্ষা কমিটি বা মানবাধিকার সংগঠন থাকা দরকার। অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে তাদেরই সর্বাপেক্ষা বলিষ্ঠ ভূমিকা নিতে হবে। কিন্তু নাগরিক অধিকার রক্ষা সংক্রান্ত তেমন শক্তিশালী কোন কমিটি আমাদের দেশে গড়ে উঠেনি। মানবাধিকার কমিটি থাকলেও তারা অনেকটা কাগুজে কমিটির মত এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকা তত সুস্পষ্ট ও বলিষ্ঠ নয়।

১৩.৫.২ অধিকার অর্জনে বাধাসমূহ দূরীকরণের উপায়

নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর করা অসম্ভব এটা মনে করা ঠিক নয়। বার্ট্রান্ড রাসেল বলেছেন, "পৃথিবী প্রতিরোধ্য ত্রুটিতে ভরপুর এবং ত্রুটিগুলো দূর করলে অধিকাংশ মানুষই সুখী হবে।" সুতরাং নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর করা দরকার এবং নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করলে নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর হবে :

(১) শিক্ষার ব্যবস্থা– মানুষকে অধিকার সচেতন করার জন্য সার্বজনীন প্রাথমিক শিক্ষা চালু করতে হবে। নাগরিক অধিকার ও মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত বিষয়গুলো পাঠ্যসূচির অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। প্রাথমিক শিক্ষার স্তরকে ৮ম শ্রেণি পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে এবং কর্মমুখী শিক্ষাব্যবস্থা চালু করে নাগরিককে অভাব ও বেকারত্ব থেকে মুক্ত করতে হবে। এতে করে তাদের অন্ন, বস্ত্র, শিক্ষা, বাসস্থান ও চিকিৎসা পাওয়ার অধিকার নিশ্চিত হবে। নাগরিক অধিকার অর্জনের পথে শিক্ষা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

(২) পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা– অনেক সময় পুলিশের স্বল্পতার জন্য নাগরিক অধিকার ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। এজন্য পুলিশের সংখ্যা বাড়াতে হবে। অবশ্য পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধিই যথেষ্ট নয়, পুলিশকে যুগোপযোগী প্রশিক্ষণ দিতে হবে যাতে করে তারা অপরাধীদের বিরুদ্ধে ত্বড়িৎ ব্যবস্থা নিতে পারে। পুলিশের উপর রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বন্ধ করতে হবে যাতে তারা নিরপেক্ষভাবে সকলের উপর আইন প্রয়োগ করতে পারে।

(৩) বিচার বিভাগের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা– আইন বিভাগ ও শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথক করতে হবে। তারা যেন অধিকার ভঙ্গকারীদের বিরুদ্ধে নির্ভয়ে নিরপেক্ষভাবে রায় দিতে পারে এবং হৃত অধিকার পুনর্বহাল করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। স্বাধীনচেতা, দৃঢ় মনোবল সম্পন্ন, আইনজ্ঞ এবং নিষ্কলুষ চরিত্রের অধিকারী ব্যক্তিদের বিচারক হিসেবে নিয়োগ করতে হবে।

(৪) সম্পদের সুষম বণ্টন– সম্পদের সুষম বন্টনের মাধ্যমে দরিদ্র শ্রেণির ন্যূনতম চাহিদা পূরণ করতে হবে। কর্মের ব্যবস্থা, ন্যূনতম মজুরী, বেকারভাতা প্রভৃতির ব্যবস্থা করে সর্বসাধারণের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে পারলে অধিকার ভোগের পথ উন্মুক্ত হবে।

(৫) রাষ্ট্রের কাজ পক্ষপাতহীন করা– রাষ্ট্রকে সমস্ত শ্রেণির ও অঞ্চলের মানুষের অধিকারের সাংবিধানিক নিশ্চয়তা বিধান করতে হবে। কোন শ্রেণি বা অঞ্চলের জন্য বিশেষ কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না। সকলকে সমান চোখে দেখতে হবে। তবেই অধিকার অর্থপূর্ণ ও তাৎপর্যপূর্ণ হবে।

(৬) সংখ্যালঘুদের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা– অবহেলিত ও নিম্নবর্ণের লোকদের জন্য সংবিধানে বিশেষ ধরনের রক্ষাকবচের ব্যবস্থা করতে হবে যাতে উচ্চ বর্ণের ও উচ্চতর শ্রেণির স্বার্থান্বেষী মহল অধিক সুবিধা ভোগ করতে না পারে।

(৭) সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা– সংবাদপত্রগুলোকে সরকারি ও গোষ্ঠী নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত করতে হবে। নাগরিক অধিকার রক্ষার ক্ষেত্রে সংবাদপত্র যেন অতন্দ্র প্রহরী হিসেবে ভূমিকা পালন করতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এজন্য সংবাদপত্রের সঙ্গে যারা জড়িত তাদেরকে নিরপেক্ষ হতে হবে এবং সত্য ও সঠিক সংবাদ পরিবেশন করতে হবে।

(৮) প্রত্যক্ষ তদারকি ব্যবস্থা– সরকারি কার্যকলাপ জনকল্যাণমুখী কি না তা যাচাইয়ের জন্য গণউদ্যোগ ও পদচ্যুতির ব্যবস্থা কার্যকর করতে হবে যাতে সরকারি কর্মকর্তা ও জনপ্রতিনিধিরা সচেতন ও সজাগ থেকে তাদের দায়িত্ব পালন করতে বাধ্য হন।

(৯) মানবাধিকার সংগঠন– মানবাধিকার সংগঠনগুলোকে সর্বনিম্ন পর্যায় পর্যন্ত বিস্তৃত করতে হবে এবং যেকোনো ধরনের অধিকার ভঙ্গের ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকা রাখতে হবে।

(১০) মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত অনমনীয় ধারা– মৌলিক অধিকারের ধারাগুলো দুষ্*পরিবর্তনীয় করতে* হবে। কোন শাসকগোষ্ঠী যাতে মৌলিক অধিকারের ধারাগুলো জনগণের স্বার্থের প্রতিকূলে পরিবর্তন করতে না পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে। তাছাড়া মৌলিক অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ হলে আদালতের মাধ্যমে অপরাধীর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির ব্যবস্থা নিতে হবে।

(১১) সর্বপ্রকারের কালাকানুন ও নির্যাতনমূলক আইনের অবসান ঃ মৌলিক অধিকারের ক্ষেত্রে শাসকগোষ্ঠীর হস্তক্ষেপ বন্ধ করার জন্য নির্যাতনমূলক আইন ও কালাকানুন বাতিল করতে হবে।

উপরিউক্ত ব্যবস্থাগুলো অবলম্বন করলে নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর হবে বলে আশা করা যায়।

সার-সংক্ষেপ

বাংলাদেশের নাগরিকগণ অনেক সময় অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। অভাব, অশিক্ষা, অজ্ঞতা, কর্মচারীদের দৌরাত্ম্য রাজনৈতিক দল কর্তৃক সন্ত্রাসীদের লালন, ক্ষমতাসীনদের হস্তক্ষেপ, পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা, সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতার অভাব, শিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উদাসীনতা প্রভৃতি নাগরিক অধিকার অর্জনের বাধা হিসেবে কাজ করে। অধিকার অর্জনের বাধা দূর করার জন্য ব্যাপক শিক্ষার ব্যবস্থা করতে হবে, জনগণকে সচেতন করতে হবে। এছাড়া পুলিশের যথাযথ প্রশিক্ষণ, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, সম্পদের সুষম বণ্টন, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা ও প্রত্যক্ষ তদারকি ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে এবং সমস্ত কালাকানুন ও নির্যাতনমূলক আইনের অবসান ঘটিয়ে অধিকার অর্জনের বাধাসমূহ দূর করতে হবে।

পাঠোত্তর মূল্যালন– ৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক (√) চিহ্ন দিন।

১। বাংলাদেশে মৌলিক অধিকার অর্জনে বাধা কোনটি ?
- ক. পুলিশের সংখ্যা বৃদ্ধি
- খ. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা
- গ. সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা
- ঘ. সংগঠনের অভাব

২। নাগরিক অধিকার অর্জনের জন্য কোনটি সহায়ক ?
- ক. পুলিশের নিষ্ক্রিয়তা
- খ. বিচার বিভাগের পক্ষপাতিত্ব
- গ. সংবাদপত্রের নিরপেক্ষতা
- ঘ. নিরক্ষরতা

৩। অধিকার অর্জনের বাধা দূরীকরণের গুরুত্বপূর্ণ ব্যবস্থা কোনটি ?
- ক. সম্পদের সুষম বণ্টন
- খ. শিক্ষা ব্যবস্থা
- গ. সংবাদ পত্রের নিরপেক্ষতা
- ঘ. মানবাধিকার সংগঠন

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১। অধিকারের অর্থ কি ? –১৩.১.১ দেখুন
২। অধিকারের বৈশিষ্ট্য কি কি ? –১৩.১.২
৩। অর্থনৈতিক অধিকার কি ? –১৩.১.৩ (খ)
৪। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারের সম্পর্ক কীরূপ ? –১৩.২.২
৫। অধিকারের রক্ষাকবচ হিসেবে গণতন্ত্রের প্রয়োজন কি ? –১৩.৩.১ (২)
৬। কর্তব্য বলতে কি বুঝায় ? –১৩.৪.১ এর (ক)
৭। নাগরিকের সামাজিক কর্তব্য আলোচনা করুন ? –১৩.৪.২ (১)

রচনামূলক প্রশ্ন

১১। অধিকার কাকে বলে? বিভিন্ন প্রকার অধিকার বলতে কি বুঝায় তা আলোচনা করুন। –১৩.১.১ ও ১৩.১.৩
১২। আইনগত ও নৈতিক অধিকার এবং অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করুন। –১৩.২.১ ও ১৩.২.৩
১৩। সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার এবং ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অধিকারের মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন। –১৩.২.২ ও ১৩.২.৪
১৪। নাগরিক অধিকার রক্ষার উপায়গুলো সম্বন্ধে আলোচনা করুন। –১৩.৩.১
১৫। কর্তব্য কি? বিভিন্ন প্রকার কর্তব্য সম্বন্ধে আলোচনা করুন। –১৩.৪.১ প্রথম অংশ ও ১৩.৪.২
১৬। অধিকার ও কর্তব্যের মধ্যে সম্পর্ক বিশ্লেষণ করুন। –১৩.৪.৩
১৭। বাংলাদেশে নাগরিক অধিকার অর্জনের ক্ষেত্রে সম্ভাব্য বাধাসমূহ কি কি? আলোচনা করুন। –১৩.৫.১
১৮। কি উপায়ে অধিকারের বাধাসমূহ দূর করা সম্ভব সেগুলো আলোচনা করুন। –১৩.৫.২
১৯। নাগরিক অধিকার ও কর্তব্য পালনকে পৌরনীতির সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় কেন বলা হয় ব্যাখ্যা করুন। (নিজে লিখুন)

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ১ ঃ ১। ঘ, ২। ক, ৩। গ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ২ ঃ ১। খ, ২। ক, ৩। খ
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৩ ঃ ১। ঘ, ২। ঘ,
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৪ ঃ ১। ঘ, ২। খ১৩৩-১৪২, ৩। ক
পাঠোত্তর মূল্যায়ন– ৫ ঃ ১। ঘ, ২। গ, ৩। খ